সমকাল

শিক্ষার্থীকে মারধর করে টাকা কেড়ে নিলো ছাত্রলীগ নেতা

প্রকাশ: ২০ জানুয়ারি ২৩ । ২০:৫৯ | আপডেট: ২০ জানুয়ারি ২৩ । ২০:৫৯

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শাহ মখদুম হল ছাত্রলীগের সভাপতির অপূর্বের বিরুদ্ধে সামিউল নামে এক শিক্ষার্থীকে মারধর করে তিন হাজার টাকা কেড়ে নেওয়া অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার রাতে হলের ২১৪ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শুক্রবার ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী হল প্রাধ্যক্ষ বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

তবে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা অপূর্বের দাবি- বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তন্ময়ের বিরুদ্ধে প্রক্সি জালিয়াতি নিয়ে মিডিয়াতে কথা বলায় হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রামিম আহমেদ রুপমের (তন্ময়ের অনুসারি) মাধ্যমে এসব মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ সাজানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী সামিউল ইসলাম ফোকলোর বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি শাহ মখদুম হলের ২১৪ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী। সামিউল হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রামিম আহমেদ রুপমের রাজনীতি করতেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি এখন রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়।

হল প্রাধ্যক্ষ বরারব দেওয়া লিখিত অভিযোগে সামিউল ইসলাম উল্লেখ করেন, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে হল ছাত্রলীগের সভাপতি অপূর্ব অনুসারীদের নিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। তাৎক্ষণিক টাকা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। একপর্যায়ে তার ম্যানিব্যাগে থাকা ৩ হাজার ৭৭৫ টাকা জোর করে কেড়ে নেন। তার বাসায় ফোন দিয়ে বাকি টাকা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা করে বিকাশে নিতে বলেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অপূর্ব ও তার অনুসারীরা কোনো কথা না শুনে তার মা-বাবা তুলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। একপর্যায়ে তাকে মারধরও করেন। পরে শুক্রবারের মধ্যে সব টাকা দিতে না পারলে হল ছাড়ার নির্দেশ দেন। এসব ঘটনা কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দিয়ে তার লাশও পরিবার খুঁজে পাবে না বলে হুমকি দেন।

জানতে চাইলে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা অপূর্ব বলেন, হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রুপমের মাধ্যমে ৩ মাস আগে সামিউল ২৫৬ নম্বর উঠেছিল। সে রুপম ও মুশফিক তাহমিদ তন্ময়ের রাজনীতি করে। রুপম ওই ছেলে এক মাসের কথা বলে আমার নিয়ন্ত্রণের থাকা ২১৪ নম্বর কক্ষে তোলে। কিন্তু আড়াই মাস হলেও সামিউল ওই কক্ষ ছাড়েনি। ওই সিটে আমার এক ছোট ভাইকে তুলতে গেলে সে জানায় এটি তার বরাদ্দকৃ সিট। এনিয়ে সামান্য বাকবিতণ্ডা হয়েছে। তবে মারধর ও চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেনি।

অপূর্ব আরো বলেন, গত বছর ভর্তি পরীক্ষার সময় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তন্ময়ের বিরুদ্ধে প্রক্সি জালিয়াতি অভিযোগ উঠে। এই অভিযোগে তন্ময় বহিষ্কারও হয়েছিলেন। এই নিয়ে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তন্ময় তার অনুসারি রুপমকে তার (অপূর্বের) বিরুদ্ধে লাগিয়েছে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী সামিউল ইসলাম বলেন, আমি হল প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে আবাসিকতা পেয়েছি। তবে একসময় রুপম ভাইয়ের রাজনীতি করতাম।

হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রামিম আহমেদ রুপম বলেন, সামিউল কখনো আমার রাজনীতি করে নি, তবে তার সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় রয়েছে। আমি মাসখানেক হলো রংপুর অবস্থান করছি। বাবা অসুস্থ সেজন্য বাসায় আছি। তাহলে অপূর্বর বিরুদ্ধে কিভাবে ষড়যন্ত্র করব? এসব অভিযোগ মিথ্যা। আর আমি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতির রাজনীতি করিনি। সাংগঠনিক সম্পাদক মুশফিক তাহমিদ তন্ময়ের রাজনীতি করি না।

সার্বিক বিষয়ে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক রুহুল আমিন বলেন, ‘যতটা অভিযোগ করা হচ্ছে আসলে বিষয়টা ততটাও না। রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের বিষয় থেকে এমনটা ঘটতে পারে। তবে আমরা দুইপক্ষকে ডেকে তদন্ত শুরু করেছি। তদন্ত শেষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২৩

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com